রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

শনিবার, মার্চ ১২, ১৯৯৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ ঃ ২৮শে ফাল্গুন, ১৪০০/১২ই মার্চ ১৯৯৪

এস, আর, ও নং ১০৫-আইন/৯৪– Trade Organisations Ordinance, 1961 (XLV of 1961) এর section 23 তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার, Trade Oranistions Rule, 1985 বাতিলক্রমে, নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল ঃ–

১। **সংক্ষিপ্ত শিরনাম**।– এই বিধিমালা বাণিজ্য সংগঠন বিধিমালা, ১৯৯৪ নামে অভিহিত হইবে।

২। **সংজ্ঞা**।– বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালার–

(ক) **"অধ্যাদেশ"** অর্থ Trade Organisations Ordinance, 1961 (XLV of 1961);

(খ) **"এসোসিয়েশন"** অর্থ section 3(d) তে বর্ণিত এসোসিয়েশন;

(গ) **"কার্যনির্বাহী কমিটি"** অর্থ অধ্যাদেশের section 2(5) এ সংজ্ঞায়িত "Executive Committee";

(ঘ) **"কোম্পানী আইন"** অর্থ Companies Act, 1913(VII of 1913) অথবা কোম্পানী গঠন ও তৎসংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়াদি সম্পর্কে আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইন;

(ঙ) **"গ্রুপ"** অধ্যাদেশের section 3(f) এ বর্ণিত কোন গ্রুপ;

(চ) **"চেম্বার"** অর্থ অধ্যাদেশের section 2 এবং clause (b) তে বর্ণিত কোন চেম্বার অব ইণ্ডষ্ট্রী এবং clause (c) তে বর্ণিত কোন চেম্বার অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডষ্ট্রী।

(ছ) **"টাউন এসোসিয়েশন"** অর্থ অধ্যাদেশের section 2(e) তে বর্ণিত টাউন এসোসিয়েশন;

(জ) **"ডাইরেক্টর"** অর্থ অধ্যাদেশের section 2(4) এ সংজ্ঞায়িত "Director";

(ঝ) **"নির্বাচন"** অর্থ কার্যনির্বাহী কমিটির বা উহার কোন সদস্যের নির্বাচন;

(ঞ) **"ফেডারেশন"** অর্থ অধ্যাদেশের section 2(a) তে বর্ণিত ফেডারেশন অব চেম্বারস অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রী;

(ট) **"বাণিজ্য সংগঠন"** অর্থ অধ্যাদেশের section 2(12) এ সংজ্ঞায়িত "trade organization";

(ঠ) **"ব্যক্তি"** বলিতে কোম্পানীর, অংশীদারী কারবার (Partnership) এবং সংবিধিবদ্ধ নয় এইরূপ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানও অন্তর্ভূক্ত হইবে;

(ড) **"সংঘবিধি"** অর্থ অধ্যাদেশের section 2(3)-তে সংজ্ঞায়িত "articles";

(ঢ) **"সংঘস্মারক"** অর্থ অধ্যাদেশের section 2(8)-এ সংজ্ঞায়িত "memorandum"।

৩। **নূতন বাণিজ্য সংগঠনের লাইসেন্স।-** (১) এই বিধিমালার প্রবর্তনের পর গঠিত কোন বাণিজ্য সংগঠন লাইসেন্স প্রাপ্তির জন্য ডাইরেক্টরের নিকট তৎকতৃক নির্ধারিত ফরমে এবং কোন ফরম নির্ধারিত না থাকিলে সাদা কাগজে উপ-বিধি (২), (৩) এবং (৪) এ উল্লিখিত কাগজপত্রসহ দরখাস্ত করিতে হইবে।

(২) বাণিজ্য সংগঠনের উদ্যোক্তাগণ উহার উদ্দেশ্য সংক্ষেপে বিবৃত করিয়া-

(ক) বাংলাদেশ ভিত্তিক সংগঠনের ক্ষেত্রে, অন্তত দুইটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় এবং

(খ) অন্যান্য বাণিজ্য সংগঠনের ক্ষেত্রে, একটি স্থানীয় বা আঞ্চলিক পত্রিকায়,

এই মর্মে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিবেন যে, উক্ত সংগঠনের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের একটি সাধারন সভা বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত তারিখে অনুষ্ঠিত হইবে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ উক্ত সভায় অংশগ্রহণ করিতে এবং বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে ডাইরেকটরের নিকট উক্ত উদ্যোগ সম্পকে আপত্তি বা পরামর্শ প্রেরণ করিতে পারেন।

(৩) উপ-বিধি (২) তে উল্লিখিত সাধারণ সভায় অনুমোদনের উদ্দেশ্যে বাণিজ্য সংগঠনের উদ্যোক্তাগণ কোম্পানী আইনের বিধান অনুসারে একটি সংঘস্মারক ও সংঘবিধি প্রণয়ন করিবেন, এবং সংঘবিধিতে এই বিধিমালার বিধানাবলী বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় বিধান থাকিবে।

(৪) প্রস্তাবিত বাণিজ্য সংগঠনের উদ্যোক্তাগণ লাইসেন্সের জন্য দরখাস্তের দুইটি অনুলিপি এবং উক্ত কপির প্রতিটির সহিত তাহাদের দরখাস্তকৃত সংঘস্মারক ও সংঘবিধি এর ৩টি করিয়া অনুলিপি উপ-বিধি (২) তে উল্লেখিত বিজ্ঞপ্তি এবং সাধারণ সভার কার্য্য বিবরণীর একটি করিয়া অনুলিপি সংযুক্ত করিবেন।

(৫) লাইসেন্সের দরখাস্ত প্রাপ্তির পর উক্ত দরখাস্তের উপর মতামত প্রদানের জন্য ডাইরেক্টর উহার একটি অনুলিপি ও সংযুক্ত কাগজপত্র-

(ক) দরখাস্তটি কোন চেম্বার বা এসোসিয়েশনের লাইসেন্সের জন্য দাখিলকৃত হইলে, ফেডারেশনের নিকট প্রেরণ করিবেন; অথবা

(খ) দরখাস্তটি কোন টাউন এসোসিয়েশন বা গ্রুপের লাইসেন্সের জন্য দাখিলকৃত হইলে, সংশ্লিষ্ট জেলার চেম্বার অব কমার্স এর নিকট প্রেরণ করিবেন।

(৬) ফেডারেশন বা ক্ষেত্রমত জেলা চেম্বার অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রী উক্ত দরখাস্ত ও কাগজপত্র প্রাপ্তির ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে উহার কার্যনির্বাহী কমিটির মতামত ডাইরেক্টরের নিকট প্রেরণ করিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত সময়ের মধ্যে মতামত প্রেরিত না হইলে লাইসেন্স প্রদানের ব্যাপারে ফেডারেশন বা ক্ষেত্রমতে উক্ত চেম্বারের আপত্তি নাই বলিয়া গণ্য হইবে।

(৭) লাইসেন্স প্রদানের বিষয় বিবেচনার জন্য ডাইরেক্টর উদ্যোক্তাগণের নিকট হইতে সংশ্লিষ্ট যে কোন তথ্য বা কাগজপত্র তলব করিতে পারিবেন এবং উপ-বিধি (২) মোতাবেক কোন আপত্তি বা পরামর্শ প্রেরিত হইয়া থাকিলে তাহা বিবেচনা করিবেন।

(৮) দাখিলকৃত দরখাস্ত ও সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি এবং ফেডারেশন বা ক্ষেত্রমত জেলা চেম্বারের কার্যনির্বাহী কমিটির মতামত বিবেচনাক্রমে ডাইরেক্টর, দরখাস্ত প্রাপ্তির ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে, তৎকর্তৃক নির্ধারিত ফরমে সংগঠনের লাইসেন্স প্রদান করিবেন বা লিখিত কারণে দরখাস্তটি বাতিল করিয়া তাহার সিদ্ধান্ত দরখাস্তকারীকে জানাইয়া দিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, দরখাস্তকরী বা তহার প্রতিনিধিকে শুনানীর যুক্তিসংগত সুযোগ না দিয়া কোন দরখাস্ত বাতিল করা হইবে নাা।

(৯) ডাইরেক্টর অধ্যাদেশ ও এই বিধিমালার সহিত সংগতিপূর্ণ যে কোন শর্ত লাইসেন্সে আরোপ করিতে পারিবেন।

(১০) উপ-বিধি (৮) এর অধীন কোন দরখাস্ত বাতিল করা হইলে, দরখাস্তকারী, বাতিল আদেশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে, সরকারের নিকট আপীল করিতে পারিবেন এবং আপীলে সরকারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

৪। বিদ্যমান বাণিজ্য সংগঠনের লাইসেন্স।– এই বিধিমালা প্রবর্তনে অব্যবহিত পূর্বে বিদ্যমান সকল বাণিজ্য সংগঠনের লাইসেন্স, বিধি ২৫ এর বিধান সাপেক্ষে, এই বিধিমালার অধীন প্রদত্ত লাইসেন্স বলিয়া গণ্য হইবে।

৫। বাণিজ্য সংগঠনের সদস্য।– (১) যে কোন একক ব্যক্তি (individual), কোম্পানী, অংশীদারী কারবার (partnership firm), বা অন্যবিধ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত ব্যবসা বাণিজ্য বা শিল্পে প্রতিনিধিত্বকারী কোন সংশ্লিষ্ট বাণিজ্য সংগঠন, ফেডারেশন ব্যতীত এর সদস্য হইতে পারিবেন, এবং কোম্পানীর ক্ষেত্রে উহার পরিচালক পরিষদ কর্তৃক এবং অংশীদারী কারবার বা অন্যবিধ প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে উক্ত কারবার বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত যে কোন একক ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট বাণিজ্য সংগঠনে উক্ত কো্পানী, কারবার বা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিত্ব করিতে পারিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন একক ব্যক্তি, কোম্পানী, অংশীদারী কারবার বা অন্যবিধ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য বা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্য-কলাপ একাধিক স্থানে পরিচালিত হইলে –

(ক) উক্ত কোম্পানী উহার নিবন্ধিকৃত কার্যালয় যে স্থানে অবস্থিত, এবং উক্ত ব্যক্তি, অংশীদারী কারবার বা প্রতিষ্ঠান উহার বা তাহার প্রদান কার্যালয় বা কর্মস্থল যে স্থানে অবস্থিত সেই অঞ্চলের শিল্প বা ব্যবসা বাণিজ্যের প্রতিনিধিকারী বাণিজ্য সংগঠনের সদস্য হইবেন; অথবা

(খ) উক্ত ব্যক্তি, কোম্পানী কারবার বা প্রতিষ্ঠান সমগ্র বাংলাদেশ ভিত্তিতে গঠিত এবং সংশ্লিষ্ট ব্যবসা, বাণিজ্য বা শিল্পের প্রতিনিধিত্বকারী কোন এসোসিয়েশন বা চেম্বার অব ইণ্ডাষ্ট্রীর সদস্য হইবেন।

(২) চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইণ্ডাষ্ট্রীতে নিম্নবর্ণিত চার প্রকারের সদস্য থাকিবেন, যথাঃ–

(ক) সাধারণ সদস্য;

(খ) সহযোগী সদস্য;

(গ) গ্রুপ:

(ঘ) টাউন এসোসিয়েশন;

(৩) টাউন এসোসিয়েশন, গ্রুপ এসোসিয়েশন এবং চেম্বার অব ইণ্ডাষ্ট্রীতে দুই প্রকারের সদস্য থাকিবেন, যথা ঃ– সাধারণ সদস্য এবং সহযোগী সদস্য।

(৪) ফেডারেশনে নিম্নরূপ দুই প্রকার সদস্য থাকিবে, যথা ঃ–

(ক) চেম্বার গ্রুপের সদস্য, যাহাতে সকল চেম্বার অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রী এবং চেম্বার অব ইণ্ডাষ্ট্রী অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(খ) এসোসিয়েশন গ্রুপের সদস্য, যাহাতে সকল এসোসিয়েশ (বাংলাদেশ ভিত্তিক) অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৬। বাণিজ্য সংগঠনের সদস্যতা বা প্রতিনিধিত্বের জন্য ট্রেড লাইসেন্স, ইত্যাদির আবশ্যকতা।– (১) ফেডারেশন ব্যতীত অন্য যে কোন বাণিজ্য সংগঠনের সদস্য হওয়ার জন্য আবেদনকারী ব্যক্তি হাল নাগাদ ট্রেড লাইসেন্সের এবং ট্যাক্সপেয়ারস আইডেন্টিফিকেশন নম্বর (TIN) এর অনুলিপি দাখিল করিবেন এবং পরবর্তীতে প্রতি বৎসর উক্ত অনুলিপিসমূহ উক্ত সংগঠন কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দাখিল করিবে, অন্যথায় তাহার সদস্য পদ বাতিল হইবে।

(২) ফেডারেশনের ক্ষেত্রে, উহার অধিভুক্ত বাণিজ্য সংগঠন বিধি ২২(৯) অনুসারে ফেডারেশনের সাধারণ পরিষদে প্রতিনিধি প্রেরণের পূর্বে, (উক্ত পরিষদের সংশ্লিষ্ট সভা বা কার্যক্রম অনুষ্ঠানের অন্তত ১৫ দিন পূর্বে) উক্ত প্রতিনিধিগণের তালিকা প্রেরণ করিবে এবং প্রতিনিধিগণ সাধারণ পরিষদের সভা বা অন্যবিধ কার্যক্রমে অংশগ্রহণের নিমিত্ত তাহাদের নিজ নিজ হাল নাগাদ ট্রেড লাইসেন্সের এবং ট্যাক্সপেয়ারস আইডেন্টিফিকেশন নম্বর (TIN) এর অনুলিপি ফেডারেশনের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্দেশ মোতাবেক দাখিল করিবেন।

৭। আবশ্যিক সদস্যভুক্তি।– আয়কর প্রদানকারী কোন একক ব্যক্তি, অংশীদারী কারবার, কোম্পানী বা অন্যবিধ প্রতিষ্ঠান বিধি ৫ এর বিধান মোতাবেক বাণিজ্য সংগঠনের সদস্যভুক্ত হইয়া আমদানী রপ্তানী বা অন্য কোন ব্যবসা বাণিজ্য বা শিল্প কারখানা পরিচালনা করিতে পারিবে।

৮। বাণিজ্য সংগঠনের অধিভুক্তি।– (১) লাইসেন্স প্রাপ্তির ৬০ দিনের মধ্যে সকল চেম্বার অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রী, এসোসিয়েশন এবং চেম্বার অব ইণ্ডাষ্ট্রী, ফেডারেশনের সংঘবিধি ও সংঘস্মারকের বিধান অনুসারে, ফেডারেশনের সহিত, এবং টাউন এসোসিয়েশন ও গ্রুপ, সংশ্লিষ্ট জেলা চেম্বার অফ কমার্স এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রীর সংঘবিধি অনুসারে, উক্ত চেম্বারের সহিত, অধিভুক্তির জন্য দরখাস্ত করিবে; অন্যথায় খেলাপী বাণিজ্য সংগঠানের লাইসেন্স বাতিল গণ্য হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এই বিধিমালা প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে অধিভুক্ত ছিল এম কোন বাণিজ্য সংগঠনের ক্ষেত্রে নূতনভাবে অধিভুক্তির প্রয়োজন হইবে না এবং উহারা এই বিধিমালার অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে অধিভুক্ত থাকিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন অধিভুক্তির জন্য কোন বাণিজ্য সংগঠন দরখাস্ত দাখিল করিলে, উক্ত দরখাস্ত প্রাপ্তির ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে, ফেডারেশন বা ক্ষেত্রেমতে উক্ত জেলা চেম্বার অধিভুক্তি মঞ্জুর করিবে, অন্যথায় লিখিত কারণে দরখাস্ত বাতিল করিয়া তাহা উক্ত সংগঠনকে জানাইয়া দিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, দরখাস্তকারী সংগঠনকে শুনানীর যুক্তিসঙ্গত সুযোগ না দিয়া দরখাস্ত বাতিল করা যাইবে না।

(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীনে কোন দরখাস্ত বাতিল করা হইলে, দরখাস্তকারী বাণিজ্য সংগঠন, বাতিল আদেশর ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে, সরকারের নিকট আপীল করিতে পারিবে এবং আপীলে সরকারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে।

(৪) এই বিধি অনুসারে অধিভুক্ত হইলে সংশ্লিষ্ট বাণিজ্য সংগঠন ফেডারেরশনের বা ক্ষেত্রমত, সংশ্লিষ্ট জেলা চেম্বার অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডষ্ট্রীর সদস্য হইবে এবং অত:পর ফেডারেশন বা উক্ত চেম্বারে সংঘবিধি ও অন্যান্য নিয়মাবলী মানিয়া চলিবে।

৯। বাণিজ্য সংগঠনের ফিস, মর্যাদা ইত্যাদি নির্ধরণ।- (১) প্রতিটি বাণিজ্য সংগঠন, এ ই বিধির অন্যান্য বিধান অনুসারে ন্যূনতম ফিস ও চাঁদা নির্ধারণ সাপেক্ষে, উহার সদস্যগণ কর্তৃক প্রদেয় প্রয়োজনীয় ভর্তি বা ক্ষেত্রমত অধিভুক্তি ফিস ও বার্ষিক চাঁদা উহার সংঘবিধতে নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) সকল চেম্বার ও এসোসিয়েশনকে সরকার দুইটি শ্রেণী, যথা ঃ– (ক) বা (খ) শ্রেণীর বাণিজ্য সংগঠন হিসাবে চিহ্নিত করিবে এবং এতদুদ্দেশ্যে উক্ত সংগঠন উহার সদস্যগণ কর্তৃক প্রদেয় ন্যূনতম ভর্তি বা ক্ষেত্রমত অধিভুক্তি ফিস বা বার্ষিক চাঁদা নিম্নবর্ণিত টেবিল অনুসারে ধার্য করিবে যথা ঃ-

টেবিল

সদস্য	**ন্যূনতম ভর্তি/অধিভুক্তি ফিস**		**ন্যূনতম বার্ষিক চাঁদা**	
	চেম্বার/এসোসিয়েশনের শ্রেণী		**চেম্বার/এসোসিয়েশনের শ্রেণী**	
	ক	**খ**	**ক**	**খ**
	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা
(১) সাধারণ সদস্য	৭৫০	৩৫০	৭৫০	৩৫০
(২) সহযোগী সদস্য	৩৫০	২৫০	৩৫০	২৫০
(৩) টাউন এসোসিয়েশন সদস্য	৫০০০	৩০০০	৫০০০	৩০০০
(৪) গ্রুপ এসোসিয়েশন	৫০০০	৩০০০	৫০০০	৩০০০

ব্যাখ্যা।– কোন টাউন এসোসিয়েশন ও গ্রুপ কোন চেম্বার অব ইণ্ডষ্ট্রী বা এসোসিয়েশন (বাংলাদেশ ভিত্তিক) এর সদস্য হইতে পারিবে না।

(৩) কোন টাউন এসোসিয়েশন বা গ্রুপ উহার সদস্যগণের জন্য নিম্নরূপ ভর্তি ফিস ও বার্ষিক চাঁদা নির্ধারণ করিবে ঃ–

	ভর্তি ফিস	**বার্ষিক চাঁদা**
সাধারণ সদস্য	৩০০ টাকা	৩০০ টাকা
সহযোগী সদস্য	২০০ টাকা	২০০ টাকা

(৪) ফেডারেশন উহার সদস্যগণের জন্য নিম্ন টেবিলে নূন্যতম অধিভুক্তি ফিস ও বার্ষিক চাঁদা নির্ধারণ করিবে ঃ–

টেবিল

বাণিজ্য সংগঠনের শ্রেণী	**ন্যূনতম অধিভুক্তি ফিস (টাকায়)**		**ন্যূনতম বার্ষিক চাঁদা (টাকায়)**	
	চেম্বার	**এসোসিয়েশন**	**চেম্বার**	**এসোসিয়েশন**
ক শ্রেণী	২৫,০০০	১৫,০০০	২৫,০০০	১৫,০০০

খ শ্রেণী	১৫,০০০	৮,০০০	১৫,০০০	৮,০০০

(৫) সরকার ও ফেডারেশন বিভিন্ন শ্রেণীর স্বীকৃত চেম্বার ও এসোসিয়েশন এবং সকল টাউন এসোসিয়েশন ও গ্রুপের তালিকা প্রণয়ন ও সংরক্ষণ করিবে।

১০। বাণিজ্য সংগঠনের সুবিধাদি।- (১) উপ-বিধি (২) এর বিধান সাপেক্ষে, কোম্পানী আইনের অধীনে নিবন্ধনকৃত সংগঠনগুলি সরকারের নিকট হইতে নিম্নরূপ সুবিধাদি পাইবার অধিকারী হইবে ঃ–

(ক) ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প সংক্রান্ত বিষয়ে উহাদের মতামত সরকারের নিকট পেশ করা;

(খ) ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প সম্পর্কিত নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে, সরকারকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান;

(গ) ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প সম্পর্কিত বিষয়ে বাণিজ্য সংগঠনেবর তরফ হইতে উত্থাপিত অভিযোগ বা পেশকৃত আবেদন সরকার কর্তৃক বিবেচনা ও অবিলম্বে উহার উত্তর প্রদান;

(ঘ) ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প সম্পর্কিত বিষয়ে সরকার কর্তৃক জারীকৃত সকল প্রজ্ঞাপন ও সার্কুলারের কপি বিনা খরচে ফেডারেশনকে সরবারহ করা;

(ঙ) ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের প্রয়োজনে সাধারণভবে কোন বিশেষ পণ্যের উৎস, পরিমাণ ও ওজন সম্পর্কে প্রত্যায়নপত্র প্রদান;

(চ) ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প সম্পর্কে বিদেশে অনুষ্ঠিত সভা, সেমিনার, ওয়ার্কশপ বা সম্মেলনে প্রতিধি বা পর্যরেক্ষক প্রেরণ;

(ছ) ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের প্রসার ও উন্নয়নের লক্ষে, সংশ্লিষ্ট আইনের বিধান সাপেক্ষে, নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে বৈদেশিক মুদ্রা সরবরাহের অনুমতি প্রদান, যথা ঃ–

(অ) আন্তর্জাতিক সেমিনার, সম্মেলন ও ওয়ার্কশপে অংশ গ্রহণ;

(আ) বিদেশে অনুষ্ঠিত বাণিজ্য-মেলা বা প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ বা উহাদের আয়োজন;

(ই) বিদেশে ব্যবসা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা;

(ঈ) বিদেশী পরামর্শক ও বিশেষজ্ঞকে পারিশ্রমিক প্রদান।

(২) বিধি ৯ এ উল্লেখিত কোন কোন শ্রেণীর বাণিজ্য সংগঠন উপরিউক্ত সুবিধাদির কোন কোনটি পাইবে তা সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নির্ধারণ করিতে পারিবে এব এইরূপ নির্ধারনের ক্ষেত্রে জাতীয় অর্থনীতিতে সংশ্লিষ্ট বাণিজ্য বা শিল্পে উক্ত সংগঠনের অবদান বিবেচনা করিতে হইবে।

১১। লাইসেন্স বাতিল।– (১) কোন বাণিজ্য সংগঠন অধ্যাদেশ, এই বিধিমালা বা লাইসেন্সের কোন শর্ত বা বিধান লংঘন করিলে উহার লাইসেন্স বাতিল করা যাইবে এব উক্ত লংঘনের জন্য দায়ী ব্যক্তি বা সংগঠন অধ্যাদেশের ধারা ১৮ অনুযায়ী দণ্ডনীয় হইবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সংশ্লিষ্ট বাণিজ্য সংগঠনকে উহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ খণ্ডন করিবার যুক্তিসঙ্গত সুযোগ না দিয়া উহার লাইসেন্স বাতিল করা যাইবে না।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীনে লাইসেন্স বাতিল করা হইলে, সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি, বাতিল আদেশ প্রাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে, গৃহীত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সরকারের নিকট আপীল করিতে পারিবেন এবং উক্ত আপীলে সরকারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে।

(৩) এই বিধিতে যহা কিছুই থাকুকনা কেন, এই বিধির অধীনে আপীল করার সময় উত্তীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত বা, লাইসেন্স বাতিলের বিরুদ্ধে আপীল করা হইলে আপীল নিষ্পত্তি বা হওয়া পর্যন্ত, সাইসেন্স বাতিল আদেশ কার্যকর হইবে না।

১২। বাণিজ্য সংগঠনের কার্যনির্বাহী কমিটি।– প্রত্যেক বাণিজ্য সংগঠনের একটি নির্বাচিত কার্যনির্বাহী কমিটি থাকিবে এবং উহার সদস্য-সংখ্যা উহার সংঘবিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

১৩। ভোটাধিকার।– (১) ফেডারেশন ব্যতীত অন্যান্য বাণিজ্য সংগঠনের প্রত্যেক উক্ত সংগঠনের কার্যনির্বাহী কমিটির প্রতিটি সদস্য নির্বাচনের জন্য একটি করিয়া ভোট দিতে পারিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে,-

(ক) এই বিধিমালা প্রবর্তনের তারিখে (১২-৩-১৯৯৪ ইং) বিদ্যমান কোন বাণিজ্য সংগঠনের সংঘবিধিতে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে ভোট প্রয়োগের বিধান থাকিলে, এইরূপ বিধান উক্ত সংগঠন কর্তৃক পরিবর্তন না করা পর্যন্ত উহার সদস্যগণ পূর্বোক্ত একটি ভোটের পরিবর্তে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ভোট প্রয়োগের অধিকারী হইবেন; এবং

(খ) জেলা চেম্বার অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রীতে কোন গ্রুপ বা টাউন এসোসিয়েশন সদস্যভুক্ত থাকিলে উক্ত গ্রুপ বা এসোসিয়েশন একটির অধিক ভোট দিতে পারিবে কি না এবং উক্ত গ্রুপ বা এসোসিয়েশনের জন্য কোন আসন সংরক্ষিত থাকিবে কি না তৎসম্পর্কে সংঘবিধিতে বিধান করা যাইবে।

ব্যাখ্যা।– এই উপ-বিধির উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, "আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব" বলিতে এমন ব্যবস্থাকে বুঝাইবে যদদ্বারা উক্ত সংগঠনরে সদস্যগণ কর্তৃক পরিচালিত শিল্প বা ব্যবসা বাণিজ্যের পরিমাণ বা পরিধি বা অন্য কোন মানদণ্ডের ভিত্তিতে সদস্যগণ কর্তৃক প্রয়োগযোগ্য ভোট সংখ্যা নির্ধারণ করা হয় এবং এতদুদ্দেশ্যে সংঘবিধিতে সুনির্দিষ্ট বিধান থাকে।

(২) ফেডারেশনের ক্ষেত্রে, উহার সদস্যগণ কর্তৃক প্রদেয় ভোট সংখ্যা বিধি ২২(৯) অনুসারে নির্ধারিত হইবে।

(৩) সংশ্লিষ্ট বাণিজ্য সংগঠনের নির্বাচন তারিখের পূর্ববর্তী ১২০ দিনের মধ্যে সদস্য হইয়াছেন বা নির্বাচন তারিখের পূর্ববর্তী ৬০তম দিন পর্যন্ত সংগঠনের প্রাপ্য চাঁদা বকেয়া রাখিয়াছেন এমন কোন সদস্য উক্ত নির্বাচনে ভোট দিতে পারিবেন না।

১৪। নির্বাচন বোর্ড ও আপীল বোর্ড।– (১) প্রত্যেক বাণিজ্য সংগঠনের বিদ্যমান কার্যনির্বাহী কমিটি, পরবর্তী কার্যনির্বাহী কমিটির বা ক্ষেত্রমত সংশ্লিষ্ট সদস্য পদের নির্বাচনের জন্যে উক্ত নির্বাচনের অন্তত ৯০ দিন পূর্বে তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি নির্বাচন বোর্ড এবং তিন সদস্যবিশিষ্ট একটি নির্বাচন আপীল বোর্ড গঠন করিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, নির্বাচন বোর্ডে বা নির্বাচন আপীল বোর্ডে কার্যনির্বাহী কমিটির কোন সদস্য বা কোন নির্বাচন প্রার্থী বা প্রার্থী মনোনয়নকারী বা সমর্থনকারী অর্ন্তভুক্ত হইবেন না।

(২) নির্বাচন বোর্ড ও আপীল বোর্ড এই বিধিমালার বিধান এবং সংশ্লিষ্ট বাণিজ্য সংগঠনের নির্বাচন সংক্রান্ত অন্যান্য বিধান অনুসারে নির্বাচন পরিচালনা ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ করিবে।

১৫। নির্বাচন তফসিল।– (১) নির্বাচন বোর্ড, নির্বাচন তারিখের অন্তত ৮০ দিন পূর্বে একটি নির্বাচন তফসিল ঘোষণা করিবে, যাহাতে নির্বাচনের জন্য প্রযোজ্য বিভিন্ন স্তরের তারিখসমূহ, এবং অন্ততপক্ষে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদির তারিখসমূহ নির্ধারিত থাকিবে, যথা ঃ–

(ক) প্রাথমিক ভোটার তালিকা প্রকাশের একটি তারিখ, বিধি ১৬(১) অনুসারে;

(খ) প্রাথমিক ভোটার তালিকায় কোন ভোটারের নাম অন্তর্ভুক্তি বা উহা হইতে কাহারো নাম বর্জনের জন্য আপীল বোর্ডের নিকট আপত্তি দাখিলের তারিখও উহা নিস্পত্তির তারিখ, বিধি ১৬(২) অনুসারে;

(গ) চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের তারিখ, বিধি ১৬(৩) অনুসারে;

(ঘ) নির্বাচন প্রার্থীর মনোনয়নপত্র দাখিলের তারিখ, যাহা নির্বাচনের তারিখ হতে অন্তত ৩০ (ত্রিশ) দিন পূর্বের একটি তারিখ হইবে;

(ঙ) মনোনয়ন পত্র বাছাইয়ের তারিখ ও সময় এবং বৈধভাবে মনোনীত প্রাথীদের তালিকা প্রকাশের তারিখ;

(চ) মনোনয়ন পত্র বাতিল সম্পর্কে আপীল বোর্ডের নিকট আপত্তি দাখিলের তারিখ ও উহা নিস্পত্তির তারিখ, এই বিধি অনুসারে;

(ছ) বৈধ মনোনীত প্রার্থীর চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের তারিখ;

(জ) প্রার্থীতা প্রত্যাহারের তারিখ;

(ঝ) নির্বাচন অনুষ্ঠান, ভোট গণনা ও ফলাফল প্রকাশের তারিখ;

(ঞ) নির্বাচন ফলাফলের বিরুদ্ধে আপীল বোর্ডের নিকট আপত্তি দাখিলের তারিখ ও উহা নিস্পত্তির তারিখ, বিধি ১৬(৪) ও (৫) অনুসারে।

(২) নির্বাচন বোর্ড বাণিজ্য সংগঠনের নোটিশ বোর্ডে উক্ত নির্বাচনের নোটিশ ও নির্বাচন তফশিল প্রকাশ করা ছাড়াও প্রতিটি সদস্যের নিকট ডাকযোগে উক্ত নোটিশ ও তফশিল প্রেরণ করিবেন।

(৩) সংঘবিধিতে মনোনয়নপত্রের কোন ফরম নির্ধারিত না থাকিলে নির্বাচন বোর্ড উক্ত ফরম নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(৪) ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্তি নাই এমন কোন ব্যক্তি নির্বাচন প্রার্থী বা তাহার প্রস্তাবকারী বা সমর্থনকারী হইতে পারিবেন না।

(৫) মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের সময় প্রার্থী স্বয়ং বা তাহার প্রতিনিধি প্রস্তাবকারী ও সমর্থনকারী উপস্থিত থাকিতে পারিবেন।

(৬) নির্বাচন বোর্ড কাহারও মনোনয়নপত্র বাতিল করিলে উপ-বিধি (১)(ঙ) এর অধীন প্রার্থীগণের তালিকা প্রকাশের তিন দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট প্রাথী আপীল বোর্ডের নিকট লিখিত আপত্তি দাখিল করিতে পারিবেন এবং উক্ত আপত্তি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট পক্ষ শুনানীর যুক্তিসঙ্গত সুযোগ দিয়া পবরর্তী তিন দিনের মধ্যে উহা নিস্পত্তিক্রমে সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্ত নির্বাচন বোর্ডকে জানাইয়া দিবে।

(৭) উপ-বিধি (৬) এর অধীনের প্রাপ্ত সিদ্ধান্ত মোতাবেক নির্বাচন বোর্ড বৈধ প্রার্থীগণের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করিবে।

১৬। ভোটার তালিকা।– (১) বিধি ১৩ অনুসারে ভোট প্রয়োগের অধিকারী সদস্যগণের নামের একটি প্রাথমিক ভোটার তালিকা নির্বাচন তালিতের অন্তত ৫০ দিন পূর্বে প্রস্তুত করিয়া নির্বাচন বোর্ড বাণিজ্য সংগঠনের অফিসে সকল সদস্যের পরিবর্দশনের জন্য অন্তত তিন দিন উন্মুক্ত রাখিবে।

(২) প্রাথমিক ভোটার তালিকায় কাহারও নাম অন্তর্ভুক্তি বা উহা হইতে বাদ দেওয়ার প্রয়োজন হইলে উক্ত তালিকা প্রকাশের তারিখ হইতে ছয় দিনের মধ্যে আপীল বোর্ডের নিকট আপত্তি উত্থাপন করা যাইবে এবং দাখিলকৃত আপত্তি বিবেচনান্তে আপীল বোর্ড সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহকে শুনানীর যুক্তিসঙ্গত সুযোগ দিয়া পরবর্তী তিন দিনের মধ্যে আপত্তিগুলি নিস্পত্তি করিয়া উহার সিদ্ধান্ত নির্বাচন বোর্ডকে জানাইয়া দিবে।

(৩) উপ-বিধি (২) এ উল্লিখিত সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির তিন দিনের মধ্যে নির্বাচন বোর্ড চূড়ান্ত ভোড়ার তালিকা প্রকাশ করিবে।

১৭। অপ্রতিদ্বন্দ্বিত নির্বাচন।– (১) বিধি ১৫(১)(জ) এর অধীনে প্রার্থিতা প্রত্যাহারের পর যদি দেখা যায় যে, বৈধ প্রার্থীর সংখ্যা নির্বাচযোগ্য সদস্য সংখ্যার সমান বা তদাপেক্ষা কম, তাহা হইলে ভোট গ্রহণের প্রয়োজন হইবে না এবং এইরূপ প্রার্থীগণ নির্বাচিত হইয়াছে মর্মে ঘোষণা করা হইবে।

(২) বৈধ প্রাথীর সংখ্যা নির্বাচনযোগ্য সদস্য-সংখ্যা অপেক্ষা কম হইলে উক্ত ভোটার তালিকার ভিত্তিতে উক্ত নির্বাচন তারিখের ১৫ দনের মধ্যে বাকী সদস্য পদের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠান করিতে হইবে এবং সংগঠনের নোটিশ বোর্ডে নূতন নির্বাচন তফসিল ঘোষনা করিতে হইবে এবং এই ক্ষেত্রে বিধি ১৫(১) এ উল্লেখিত সময়সীমা প্রযোগ্য হইবে না।

১৮। প্রতিদ্বন্দ্বিত নির্বাচন পদ্ধাতি।– (১) বিধি ১৫(১)(জ) এর অধীনে প্রার্থীতা প্রত্যাহারের পর যদি প্রার্থীর সংখ্যা নির্বাচন যোগ্য সদস্য-সংখ্যা অপেক্ষা বেশী হয় তাহা হইলে চূড়ান্ত ভোটার তালিকার অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিগণ কর্তৃক প্রদেয় ভোট গোপন ব্যালটের মাধ্যমে গৃহীত হইবে।

(২) সংঘবিধিতে নির্ধারিত না থাকিলে নির্বাচন বোর্ড ব্যালট পত্রের ফরম নির্বাচন করিতে পারিবে।

(৩) সর্বোচ্চ ভোট প্রাপ্ত প্রার্থীগণকে নির্বাচিত ঘোষণা করিতে হইবে এবং কোন ক্ষেত্রে উক্ত সর্বোচ্চ ভোট সমান হইলে লটারীর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রার্থীকে বাছাই করিয়া নির্বাচিত ঘোষণা করিতে হইবে এবং নির্বাচনের ফলাফল, বাণিজ্য সংগঠনের নোটিশ বোর্ডে প্রকাশ করিতে হইবে।

(৪) উপ-বিধি (৩) এর অধীনে ঘোষিত নির্বাচনের ফলাফল সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট প্রার্থীর কোন আপত্তি থাকিলে তিনি উক্ত ফলাফল প্রকাশের তিন দিনের মধ্যে নির্বাচন আপীল বোর্ডের নিকট আপত্তি দাখিল কৃরিতে পারিবেন।

(৫) উপ-বিধি (৪) অনুসারে কোন আপত্তি দাখিল করা হইলে আপত্তি দাখিলের শেষ তারিখের পরবর্তী তিন দিনের মধ্যে, সংশ্লিষ্ট পক্ষকে শুনানীর সুযোগ দিয়া উক্ত আপত্তি নিস্পত্তি করত আপীল বোর্ড উহার সিদ্ধান্ত নির্বাচন বোর্ডকে জানাইয়া দিবে।

(৬) উপ-বিধি (৫) অনুসারে নির্বাচন বোর্ড কর্তৃক ইতিপূর্বে প্রকাশিত ফলাফল সংশোধন করার প্রয়োজন হইতে নির্বাচন বোর্ড অবিলম্বে উক্ত ফলাফল সংশোধিত আকারে প্রকাশ করিবে।

১৯। প্রক্সির মাধ্যমে ভোটদান নিষিদ্ধ।– সকল বাণিজ্য সংগঠনের নির্বাচনে ভোটদানের অধিকারী ব্যক্তিগণ ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হইয়া ভোট প্রদান করিবেন এবং প্রক্সির মাধ্যমে কোন ভোট দেওয়া যাইবে না।

২০। সাময়িক শূন্যতা।– (১) কার্যনির্বাহী কমিটির কোন সদস্যের মৃত্যু, অসুস্থতা বা অন্য কোন কারনে উক্ত সদস্য পদে সাময়িক শূন্যতা দেখা দিলে উক্ত কমিটি, উহার সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তক্রমে, সংগঠনের একজন সদস্যকে উক্ত শূন্য পদে নিযুক্ত করিতে পারিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীনে নিযুক্ত সদস্য বিকল্প-সদস্য হিসাবে অভিহিত হইবেন এবং তিনি যে ব্যক্তির স্থলাভিষিক্ত হন সেই ব্যক্তি পুনরায় দায়িত্ব গ্রহণ না করা পর্যন্ত অথবা, তাহার মৃত্যু হইয়া থাকিলে, তাহার বাকী মেয়াদ পর্যন্ত বহাল থাকিবেন।

(৩) উপ-বিধি (১) এর অধীনে নির্বাচিত সদস্যের ক্ষেত্রে বিধি ২১(২) বা ২২(২) এর বিধান প্রযোজ্য হইবে না।

২১। বিলুপ্ত।

২১ক। ফেডারেশন ব্যতীত অন্যান্য বাণিজ্য সংগঠনের নির্বাচনের নিমিত্ত বিশেষ বিধান।- ফেডারেশন ব্যতীত অন্যান্য বাণিজ্য সংগঠনের-

(ক) কার্যনির্বাহী কমিটির মেয়াদ হইবে নংশ্লিষ্ট বাণিজ্য সংগঠনের সংঘবিধি অনুযায়ী ২ (দুই) বৎসর অথবা ৩ (তিন) বৎসর এবং যে বাণিজ্য সংগঠনের সংঘবিধিতে কার্যনির্বাহী কমিটির এক-তৃতীয়াংশ বা উহার নিকটতম সংক্যক সদস্য প্রতি ১ (এক) বৎসর অন্তর সংঘবিধি অনুযায়ী অথবা সংঘবিধিতে না থাকিলে সমঝোতার মাধ্যমে অবসর গ্রহণ করিবেন অথবা সমঝোতার মাধ্যমে অবসর গ্রহণকারী সদস্য নির্ধারণ করা সম্ভব না হইলে লটারীর মাধ্যমে অবসর গ্রহণকারী সদস্য নির্ধারিত হইবে এবং তাহাদের অবসর গ্রহণজনিত শূন্য পদ পূরণের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে;

(খ) সদস্যগণ কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচনে কতবার অংশগ্রহণ তথা নির্বাচিত হইতে পারিবেন তাহা সংশ্লিষ্ট বাণিজ্য সংঘঠনের সংঘবিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে;

(গ) সংঘবিধিতে কার্যনির্বাহী কমিটির পদ নির্ধারিত না থাকিলে সদস্যগণ তাহাদের মধ্য হইতে সংগঠনটির জন্য ১ (এক) জন সভাপতি, ১ (এক) জন সিনিয়র সহ-সভাপতি ও ১ (এক) জন সহ-সভাপতি নির্বাচিত করিতে পারিবে।

২২। ফেডারেশনের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচনের জন্য বিশেষ বিধান।– (১) বিলুপ্ত।

(২) বিলুপ্ত।

(৩) নিম্নবর্ণিত পরিচালকগণের সমন্বয়ে ফেডারেশনের বোর্ড অব ডিরেক্টরস গঠিত হইবে ঃ-

(ক)	চেম্বার গ্রুপ হইতে নির্বাচিত পরিচালক-	২১ জন
(খ)	এসোসিয়েশন গ্রুপ হইতে নির্বাচিত পরিচালক-	২১ জন
(গ)	উপ-বিধি (৪) এ উল্লিখিত চেম্বারসমূহ কর্তৃক মনোনীত পরিচালক-	১৫ জন
(ঘ)	উপ-বিধি (৪) এ উল্লিখিত এসোসিয়েশনসমূহ কর্তৃক মনোনীত পরিচালক-	১৫ জন
	মোট	৭২ জন

(৪) ফেডারেশনের বোর্ড অব ডিরেক্টরস এ নিম্নবর্ণিত চেম্বার ও এসোসিয়েশনসমূহের কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক একজন করিয়া পরিচালক মনোনীত হইবেন, যথা ঃ-

চেম্বারসমূহ ঃ

(ক) ঢাকা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি;

(খ) চট্টগ্রাম চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি;

(গ) রাজশাহী চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি;

(ঘ) খুলনা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি;

(ঙ) বরিশাল চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি;

(চ) সিলেট চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি;

(ছ) মেট্রপলিট্যান চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি, ঢাকা;

(জ) বাংলাদেশ চেম্বার অব ইন্ডাস্ট্রি;

(ঝ) রংপুর চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি;

(ঞ) ঢাকা উইমেন চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি;

(ট) চট্টগ্রাম উইমেন চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি;

(ঠ) বাংলাদেশ উইমেন চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি;

(ড) দি ময়মনসিংহ চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি;

(ঢ) চিটাগাং মেট্রপলিট্যান চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি;

(ণ) বরিশাল মেট্রপলিট্যান চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি;

এসোসিয়েশনসমূহ ঃ

(ক) বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টর্স এসোসিয়েশন;

(খ) বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস্ এসোসিয়েশন;

(গ) বাংলাদেশ ফ্রোজেন ফুডস্ এক্সপোর্টর্স এসোসিয়েশন;

(ঘ) বাংলাদেশ জুট মিলস্ এসোসিয়েশন;

(ঙ) বাংলাদেশ ঔষধ শিল্প সমিতি;

(চ) বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব ব্যাংকস;

(ছ) বাংলাদেশ ইন্সুরেন্স এসোসিয়েশন;

(জ) বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টর্স এসোসিয়েশন;

(ঝ) বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব ইন্টারন্যাশনাল রিক্রুটিং এজেন্সীজ (বায়রা);

(ঞ) বাংলাদেশ প্লাস্টিক গুডস ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টর্স এসোসিয়েশন;

(ট) রিয়েল এস্টেট এন্ড হাউজিং এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (রিহ্যাব);

(ঠ) বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সফটওয়্যার এন্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস (বেসিস);

(ড) বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক সমিতি;

(ঢ) বাংলাদেশ ফার্নিচার এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন;

(ণ) বাংলাদেশ ল্যান্ড ডেভেলপারস এসোসিয়েশন (বিএলডিএ)।

(৫) পরিচালক পদে নির্বাচনের ৪৮ (আটচল্লিশ) ঘণ্টার মধ্যে ফেডারেশনরে বোর্ড অব ডিরেক্টরস এর ১ (এক) জন সভাপতি, ১ (এক) জন সিনিয়র সহ-সভাপতি ও ১ (এক) জন সহ-সভাপতি উক্ত বোর্ড অব ডিরেক্টরস এর পরিচালকগণের দ্বারা নির্বাচিত হইবেন।

(৫ক) ফেডারেশনের সদস্যগণ উহার বোর্ড অব ডিরেক্টরস এর নির্বাচনে কতবার অংশগ্রহণ তথা নির্বাচিত হইতে পারিবেন তাহা ফেডারেশনের সংঘবিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

(৬) বিলুপ্ত।

(৭) বিলুপ্ত।

(৮) বিলুপ্ত।

(৯) বোর্ড অব ডিরেক্টরস নির্বাচন এবং সাধারণ সভাসহ সংঘবিধিতে উল্লিখিত অন্যান্য উদ্দেশ্যে ফেডারেশনের সদস্যভুক্ত প্রতিটি বাণিজ্য সংগঠন হইতে প্রেরিত নিম্নোক্ত সংখ্যক প্রতিনিধি সমন্বয়ে একটি সাধারণ পরিষদ গঠিত হইবে:-

শ্রেণী	এসোসিয়েশনের প্রতিনিধির সংখ্যা	চেম্বারের প্রতিনিধির সংখ্যা
ক শ্রেণী	৫	৬
খ শ্রেণী	৩	৪

(৯ক) উপ-বিধি (৯) এর অধীন গঠিত সাধারণ পরিষদের প্রত্যেক সদস্য, সংঘবিধি দ্বারা নির্ধারিত, বাৎসরিক নিবন্ধন ফি ফেডারেশনে প্রদান করিবে।

(১০) বিলুপ্ত।

২৩। নির্বাচনের জন্য অতিরিক্ত বিধান।– কোন বাণিজ্য সংগঠন উহার নির্বাচন পরিচালনার প্রয়োজনে বিধি ১০ হইতে ২২ এ বর্ণিত বিধানাবলীর অতিরিক্ত বিধান উহার সংঘবিধিতে রাখিতে পারিবে, তবে এই অতিরিক্ত বিধান উক্ত বিধানসমূহের সহিত অসঙ্গতিপূর্ণ হওয়া চলিবে না।

২৪। বাণিজ্য সংগঠনের তালিকা প্রণয়ন, সাধারণ সভা, নির্বাচন ইত্যাদির প্রতিবেদন।– (১) ডাইরেক্টর ও ফেডারেশন সকল লাইসেন্সপ্রাপ্ত বাণিজ্য সংগঠনের তালিকা প্রণয়ন ও সংরক্ষণ করিবে।

(২) প্রতিটি বাণিজ্যিক সংগঠন ডাইরেক্টর ও ফেডারেশনের নিকট নিম্নবর্ণিত কাগজপত্র প্রেরণ করিবে, যথা:

(ক) কোম্পানী আইনের বিধান অনুসারে অনুষ্ঠিত বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থাপিত কার্যনির্বাহী কমিটির বার্ষিক প্রতিবেদন, উহার আয়-ব্যয়ের হিসাব এবং নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শীটের একটি করিয়া কপি, যাহা উক্ত সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের ৩০ দিনের মধ্যে প্রেরণ করিতে হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এই দফায় উল্লিখিত কাগজাদি ফেডারেশনে প্রেরণ না করিয়া বিধি ২২ এর উপ-বিধি (৯) এর অধীন কোন প্রতিনিধি প্রেরণ করা যাইবে না।

(খ) এই বিধিমালার অধীনে অনুষ্ঠিত প্রতিটি নির্বাচন সম্পর্কিত প্রতিবেদনের কপি, যাহা উক্ত নির্বাচন অনুষ্ঠানের ৩০ দিনের মধ্যে প্রেরণ করিতে হইবে।

২৫। বিদ্যমান বাণিজ্য সংগঠন সম্পর্কিত বিশেষ বিধান।– (১) এই বিধিমালার অন্যান্য বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই বিধিমালা প্রবর্তনের সমঢ বিদ্যমান সকল বাণিজ্য সংগঠন, উক্ত প্রবর্তনের ১৫০ দিনের মধ্যে, উহার সংঘবিধিতে প্রয়োজনীয় সংশোধন করিয়া উহাকে এই বিধিমালার বিধানাবলীর সহিত সংগতিপূর্ণ করিবে এবং সংশোধিত সংঘবিধির একটি কপি ডাইরেক্টরের নিকট উক্ত সময়সীমার মধ্যে দাখিল করিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত সময়সীমার মধ্যে কোন বাণিজ্য সংগঠন উহার সংঘবিধি উক্তরূপে সংশোধিত না করিলেও, উক্ত বাণিজ্য সংগঠনের কার্যকলাপের ক্ষেত্রে এ বিধিমালার যতটুকু প্রযোজ্য হয় ততটুকু উক্ত সংঘবিধিতে উক্ত সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং এইরূপে অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য বিধানগুলি সংঘবিধির অন্যান্য বিধানের উপর প্রাধ্যান্য লাভ করিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর বিধান বাস্তবায়নের জন্য ডাইরেক্টর সংশ্লিষ্ট বাণিজ্য সংগঠনকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিতে পারিবেন।

(৩) কোন বাণিজ্য সংগঠন উহার সংঘবিধি অনুসারে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠান করিয়া না থাকিলে অথবা উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হইলে, এইরূপ বাণিজ্য সংগঠন শুধমাত্র একবারের জন্য নিম্নবর্ণিত বিধিনাবলী অনুসারে নির্বাচন অনুষ্ঠান করিতে পারিবে, যথা ঃ-

(ক) উপ-বিধি (১), এ উল্লিখিত সময়সীমার পরবর্তী ৯০ দিন (অর্থাৎ ১২-৩-১৯৯৪ তারিখ হইতে ১৫০ দিনের পরবর্তী ৯০ দিন) এর মধ্যে উক্ত উপ-বিধি অনুসারে সংশোধিত বা সংশোধিত বলিয়া গণ্য সংঘবিধি অনুসারে নির্বাচন অনুষ্ঠান করিতে হইবে এবং উক্ত ৯০ দিন পর্যন্ত ফেডারেশন বা সংশ্লিষ্ট বাণিজ্য সংগঠনের কার্যনির্বাহী কমিটি বা ক্ষেত্রমত উক্ত কমিটির সদস্যগণ বহাল থাকিবেন; এবং

(খ) এই উপ-বিধির অধীন নির্বাচন অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট কার্যনির্বাহী কমিটি বা নির্বাচন বোর্ড বা আপীল বোর্ড বিধি ১৪, ১৫ এবং ১৬তে উল্লিখিত সময়সীমা অপেক্ষা যে কোন কম সময়সীমা নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(৪) এই বিধিমালা প্রবর্তনের সময় বিদ্যমান কোন বাণিজ্য সংগঠন উহার সদস্যগণের জন্য বিধি ৯তে উল্লিখিত ভর্তি ফিস বা ক্ষেত্রমত অথিভুক্তি ফিস ও বার্ষিক চাঁদা নির্ধারণ করিয়া সংঘবিধি সংশোধন করিলে উহার বিদ্যমান সদস্যগণকে অতিরিক্ত ভর্তি ফিস বা অধিভুক্তি ফিস প্রদানের প্রয়োজন হইবে না, তবে এই বিধিমালার অধীন অনুষ্ঠিত নির্বাচনে সংশ্লিষ্ট শ্রেণীর সদস্য হিসাবে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে সংশোধিত বার্ষিক চাঁদা বা ক্ষেত্রমত ইতিপূর্বে পরিশোধিত চাঁদার অতিরিক্ত চাঁদা পরিশোধ করিতে হইবে।